হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ
এর প্রধান সমন্বয়কারী ও
মুখপাত্র মহিউদ্দীন আহমেদ
এর কার্যালয়

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেরূপ পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন অংশী করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসেক।

[সুরা- আন নুরঃ ৫৫]

HIZB-UT-TAHRIR

নং : ০৩/০৯০১২০০৯

১১ মুহাররম, ১৪৩০ হিজরী
৯ জানুয়ারী, ২০০৯ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

মুসলিম উম্মাহর দাবী মুসলিম সেনাবাহিনীকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যেতে হবে - আর একমাত্র খিলাফত রাষ্ট্রই তা বাস্তবায়ন করতে পারে

আজ ০৯ জানুয়ারী শুক্রবার বায়তুল মোকাররম উত্তর গেইটে বাদ জুমু'আ গাজায় ইসরাইলের বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ আয়োজিত এক বিক্ষোভ মিছিলে প্রায় ৩০০০ লোকের সমাগম হয়। এতে হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ-এর প্রধান সমন্বয়কারী ও মুখপাত্র মহিউদ্দীন আহমেদ, যুগ্ম সমন্বয়কারী কাজী মোরশেদুল হক ও গণসংযোগ সচিব মাওলানা মামুনুর রশীদ বক্তব্য রাখেন।

তারা বলেন, প্রায় মাসাধিকাল অমানবিক অবরোধ চালানোর পর অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিদিনই গাজায় নারী শিশুসহ নিরীহ মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করছে। মুসলিম দেশগুলোর দালাল শাসকেরা নিশ্চুপ থেকে ইসরাইলকে এই হত্যাযজ্ঞে সহযোগিতা করছে। মুসলিম সেনাবাহিনীর মধ্যে যারা ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায় তাদেরকে এইসব দালাল শাসকেরা গ্রেপ্তার করছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকা, বিট্রেন, ফ্রান্স এবং জাতিসংঘ ইসরাইলের এই জুলুমের অংশীদার এবং মুসলিম দেশগুলোর দালাল শাসকেরা তাদের এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করছে। ফিলিস্তিনের মুসলিম শাসকেরা দশকের পর দশক মুসলিম উম্মাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের সাথে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সম্পর্ক স্বাভাবিক করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে এবং ইসরাইলের দখলদারী অভিযানের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধকে বাধা দিয়েছে।

এ কারণেই ইসলাইলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়ন মুসলিম দেশগুলোর শাসকদেরকে তাদের নিজের দলের বলে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং বলেছিলেন তারাই ইসরাইলের আত্মরক্ষার প্রথম স্তর। বক্তারা আরো বলেন, ফিলিস্তিনে ইসলাইলের হত্যাযজ্ঞ মুসলিম সেনাবাহিনীর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেছে। সমগ্র বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ্‌ আজকে এই দাবী জোরালোভাবে তুলে ধরছে। একমাত্র খিলাফত রাষ্ট্রই মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে, ইসরাইলের উপর ভূমি, সাগর ও আকাশ পথে অবরোধ আরোপ করতে পারে এবং মুসলিম সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে ইহুদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তীব্র যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতে পারে।

মিছিলে অংশগ্রহণকারী সমর্থকেরা বিভিন্ন ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করে যাতে লেখা ছিল- "হে মুসলিম সেনাবাহিনী (মিসর, সিরিয়া, জর্ডান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ...) ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য মার্চ কর, মুসলিম উম্মাহ তোমাদের সাথে আছে", " হে মুসলিম সেনাবাহিনী! জাতিসংঘ ইসরাইলের অন্যায়ের অংশীদার, জাতিসংঘের শান্তি বাহিনীতে অংশগ্রহণ করা বন্ধ কর", এবং "হে মুসলিম সেনাবাহিনী! বিশ্বাসঘাতক শাসকদের উৎখাত কর এবং খিলাফত পুনঃ প্রতিষ্ঠা কর, যা ইহুদী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তোমাদেরকে মুক্ত করে দেবে।"

Mohiuddin Ahmed

Mohiuddin Ahmed
Chief Coordinator & Spokesperson
Hizb ut-Tahrir Bangladesh

এইচ, এম, সিদ্দিক ম্যানশন (৫ম তলা)
৫৫/এ, পুরানা পল্টন , ঢাকা-১০০০।
ফ্যাক্স : +৮৮০ ২৯৫৫৮৮৫৪
মোবাইল : +৮৮০ ১৭১৩০০৮৮২২
Mohiuddin.ahmed.iba@gmail.com
www.khilafat.org
www.hizb-ut-tahrir.info